যা আশা করা হয়েছিলো, এরা সবাই তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে গেছেন। সহজাত প্রতিভা নয়, কঠোর পরিশ্রম আর খেলাটার প্রতি নিখাদ ভালোবাসা থেকে করেছেন। অনেক প্রতিভাবানই তা করে যেতে পারেননি। এমনকি ভাগ্যের বিরূপ আচরণও তাদের দমাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত লড়ে গিয়ে বিশ্ব জয় করেছেন সকল প্রতিকূলতার মধ্যে। এরকম ১১ জন... লিখেছেন **হাসান জামান**

সাফল্য এসেছে কঠোর পরিশ্রমে

কোর্টনি ওয়ালশ

জিওফ বয়কট

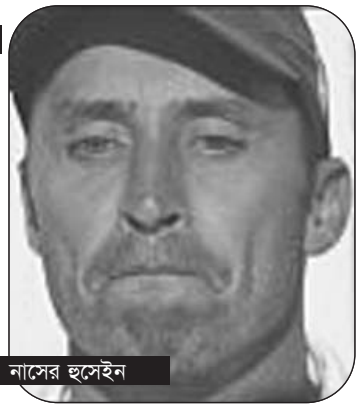

নাসের হুসেইন

১ জিওফ বয়কট : খনিশহরে জন্মেছিলেন যেখানে সহানুভূতি দেখানোরও কেউ ছিল না। বয়কট দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন ইয়র্কশায়ার ও ইংল্যান্ডের পক্ষে খেলবেনই। চোখে কম দেখতেন, তাই চশমা ব্যবহার করতে হতো। সলিড ডিফেন্স তার ব্যাটিং বৈশিষ্ট্য। অনেকে বদলে ফেলতে বললেও সীমাবদ্ধতা নিয়েই খেলে গেছেন। ফলাফল? ক্যারিয়ার শেষ করেছেন ২২টা টেস্ট সেঞ্চুরি নিয়ে। যা ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ। অবশ্য আরো দু'জন কলিন কাউড্রে আর ওয়াল্টার হ্যামন্ডও এই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

২ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার : ফ্লাওয়ার সত্যি আলাদা। নিজ দেশ জিম্বাবুয়ের পক্ষে খেলেছেন ৬৩টা টেস্ট। যার মাত্র ৭টা জিতেছেন। ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম দুর্বল দল, সতীর্থদের ক্রমাগত ব্যর্থতা আর দলের পরাজয়, কোনো কিছুই তাকে দমাতে পারেনি। নিজস্ব টেম্পার্টামেন্ট আর টেকনিক দিয়ে বোলারদের মোকাবেলা করেছেন। ক্যারিয়ার শেষ করেন ৫১. ৫৪ গড় নিয়ে। যা ক্রিকেট গ্রেট ভিভ রিচার্ডস, ডেনিস কম্পটন এবং স্টিভ ওয়াহ্‌র চেয়েও ভালো।

৩ ডেভিড স্টিল : ইংল্যান্ড দলে ডাক পেলেন ১৯৭৫ সালে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। মিডিয়া এবং প্রতিপক্ষ দলে একই প্রশ্ন, কে সে? ৩৩ বছর বয়স। নর্দানটর্প্র্শায়ারে ১২ মৌসুম খেলে মাত্র ১৬টা সেঞ্চুরি করেছিলেন। লর্ডসে টেস্ট অভিষেক। মূল সক্ষমতা মনোসংযোগের চরম বহিঃপ্রকাশ দেখালেন। সে সময়ের ভয়ঙ্করতম বোলার জেফ থমসন আর ডেনিস লিলির বিপক্ষে করলেন ৫০ ও ৪৫ রান । সিরিজে তিনি আরও ৩টা হাফ সেঞ্চুরি করেন। সে বছর বিবিসি তিনজন ক্রিকেটারকে সম্মানিত করে স্পোর্টস পার্সোনালিটি হিসেবে, তিনি তার অন্যতম। স্টিল ক্যারিয়ার শেষ করেন ৮ টেস্টে ৪২.০৬ গড় নিয়ে। নিজের কাউন্টি গড়ের চেয়ে যা প্রায় ১০ রান বেশি।

৪ নাসের হুসেইন : হুসেইন ক্রিকেটের শক্ত ও একগুঁয়ে চরিত্র। সামর্থ্যের সবটুকু নিংড়ে বের করে আনতেন খেলার মাঠে। ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে এই তরুণের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় ছিলো। কেউ ভাবেনি তিনিই ইংল্যান্ডকে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও পেশাদার দল হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন। বাজে সময় কাটানো ইংল্যান্ড দলকে দূরদর্শিতা আর প্রখর বুদ্ধি দিয়ে তুলে এনেছেন সেরাদের কাতারে।

৫ অ্যান্ডি গ্যানটিউম : তার গড় স্যার ব্র্যাডম্যানের থেকেও বেশি। প্রথাগত কোনো প্রশিক্ষণ ছিলো না। ত্রিনিদাদের এই ব্যাটসম্যান ইনিংস ওপেন করতেন। ১৯৪৭-৪৮ মৌসুমে ২৭ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচে নজর কাড়েন। ফলশ্রুতিতে পোর্ট-অব-স্পেনে দ্বিতীয় টেস্ট দলে ডাক পান। একমাত্র ইনিংসে ১২৭ রানের চমৎকার সেঞ্চুরি হাঁকান। কিন্তু দলের নিয়মিত সদস্যরা ইনজুরি থেকে ফিরে এলে বাদ পড়লেন। এরপর কখনো জাতীয় দলের জন্য মনোনীতই হননি!

৬ জনি ডগলাস : তার সময়ের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। তিনি ক্রিকেট মাঠের একজন সহজাত প্রতিভা। ব্যাটিংয়ে রক্ষণশীলতার বদলে সাহসী আর ধারাবাহিকতার চেয়ে আগুন ঝরানো বোলিং-এই হলো জনি ডগলাস। ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন হিসেবে ১৯১১-১২ মৌসুমে অ্যাসেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের হারান। এক মৌসুমে ১০০ উইকেট ও ১০০০ রান করে দুর্লভ 'ডাবল' অর্জনও করেন।

৭ জন এমবুরি : তিনি ক্যারিয়ার শেষ করেন ৩৮.৪০ বোলিং গড় নিয়ে। যা তার নামের পাশে মোটেই মানানসই নয়। তার

টেস্ট ক্যারিয়ার ছিল ১৭ বছরব্যাপী। বোলিং ছিল সোজা ও দ্রুত। ২টা সফরে তিনি বিদ্রোহ দেখান। তবু ইংল্যান্ড তাদের পুরনো আগুনের প্রতি ভরসা রাখে। তারপর দেখান তার ব্যাটিং সক্ষমতা। কোনো ফুটওয়ার্ক ছাড়াই অনেক রান পান। ক্যারিয়ার শেষ করেন নামের পাশে সম্মানযোগ্য ২২.৫৩ ব্যাটিং গড় নিয়ে।

৮ **ওয়াসিম বারী :** উইকেটকিপার হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন। কিন্তু জেফ ডুজন, রড মার্শ বা অ্যালান নটদের মতো করে ডাইভ দেয়াটা পছন্দ করতেন না। ব্যাটসম্যান বারীর গড় ছিল মাত্র ১৫.৮৮ এবং টেস্ট ক্যারিয়ারে ১৯ বার 'ডাক' মেরেছেন। তারপরও চেষ্টা ও অধ্যবসায় দিয়ে ১৫ বছরের বেশি সময় জুড়ে উইকেটের পেছনে পাকিস্তানের প্রথম পছন্দ ছিলেন।

৯ **ফ্র্যাঙ্ক চেস্টার :** অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। তবু তার স্থান হতভাগ্যদের দলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল, কনুইয়ের নিচ থেকে হাত কেটে বাদ দিতে হয়। এরপর

স্টিভ ওয়াহ

অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার

আম্পায়ার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন ১৯২২ সালে। তার মৃত্যুতে ক্রিকেট বাইবেল উইজডেনে লেখা হয়েছিলো, 'ক্রিকেট ইতিহাস তাকে স্মরণ করবে আম্পায়ারিংয়ের জন্য। আম্পায়ারিংকে অন্যরকম এক উচ্চতায় নিয়ে যান যা তার পূর্বসূরিরা কেউ পারেননি।'

১০ **কোর্টনি ওয়ালশ :** অ্যামব্রোসের নিষ্ঠুরতা, মার্শালের বিস্ময়কর সুইং অথবা প্যাটারসনের নির্ভেজাল গতি ছিল না ওয়ালসের। কিন্তু উইকেট নেয়াটা বিবেচনা করলে তিনি বিশ্বের সফলতম পেসার। টেস্ট ডেব্যুর পর প্রায় ৮ বছর নতুন বলে হাতই লাগাতে পারেননি। সাবধানতা, নির্ভুল লেন্থ আর চরম সহিষ্ণুতা তাকে এনে দিয়েছে ৫১৯ উইকেট। কিছুদিন আগেও যা ছিল বিশ্ব রেকর্ড। খেলেছেন ১৩২ টেস্ট। একজন ফাস্ট বোলারের জন্য প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মাত্র তিনজন তার থেকে বেশি টেস্ট খেলেছেন, যাদের সবাই ব্যাটসম্যান।

১১ **স্টিভ ওয়াহ :** হুক, পুল করতে পারেন না। এমনকি নিজের 'ব্যাগি গ্রিন' ছাড়া কোথাও যেতেও পারেন না- এই হলো স্টিভ ওয়াহ। তিনি জিততে ভালোবাসেন। ধৈর্যশীলতা আর চেষ্টা তাকে ভালো খেলোয়াড় থেকে গ্রেটদের তালিকায় নিয়ে গেছে। ইয়ান চ্যাপেল বলেছিলেন টনি গ্রেগকে, 'এইমাত্র তুমি তাকে দক্ষিণ গোলার্ধের সেরা অলরাউন্ডার বললে। আমি নিশ্চিত নই সে তার পরিবারের সেরা অলরাউন্ডার কিনা।' সহজাত প্রতিভা নয়, চেষ্টা আর পরিশ্রম তাকে এই উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। খেলে গেছেন ১৬৮ টেস্ট ঈর্ষণীয় ৫১.০৬ গড়ে। আর অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন হিসেবে জয়ী হয়েছেন ৪১ টেস্টে।